পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে

আমাদের টেবিলে কমপিউটার চাই

বহু কষ্টের স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৪ বছর পরেও উন্নত প্রযুক্তি আমাদের দেশ তথা বাংলাদেশের ধরা ছোয়ার বাইরে। সারা পৃথিবী জুড়ে কমপিউটার আলোড়ন তুলেছে অনেক আগেই। আমাদের দেশের ভিতরেও সেই আলোড়নের হাওয়া বর্তমানে ধীরে ধীরে বইছে। তবুও কি আমরা এই হাওয়াতে আমাদের শীর্ণ-জীর্ণ শরীর জুড়াতে পারছি? আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তি কমপিউটার বিষয়ে খুব জ্ঞানী। কিন্তু শিক্ষিতদের এক বড় দল এর সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কিছুই জানেন না এবং আগ্রহীও নন। তারা মনে করেন যে কমপিউটার এমন আশ্চর্য বস্তু যা তারা চালাতে পারবেন না, কেনার কথা দুরে থাক। বর্তমান বিশ্বে (আমাদের দেশ ছাড়া) কমপিউটারের মূল্য প্রতি ঘন্টায় হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের জনদরদী গণতান্ত্রিক সরকারের বিচক্ষণতায় এর মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে আমাদের অভিভাবক-তারাও এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটিকে আমাদের কিনে দিতে আগ্রহী নন। তাদের সন্তানরা যদি একটি পিসি দেয়ার জন্য বলে তখন তারা নানা ছলচাতুরীর অবলম্বন নেন। যেমন– (১) বয়সে ছোট হলে বলবে, "বড় হও তখন কিনব"। (২) মাধ্যমিক পর্যায়ে হলে বলেন, এসএসসি পাশ কর তখন কিনে দেব। এখন মন দিয়ে পড়াশোনা কর" (৩) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে হলে বলেন, "এই পরীক্ষাই (এইচএসসি) জীবনের ভবিষ্যত। এখন এসব আজেবাজে চিন্তা মাথায় এনো না" (৪) এইচএসসি পরীক্ষার পর তো কোন কথাই নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ঝামেলা। (৫) তারপরও চলে নানান ফ্যাকড়া, যেমন "কমপিউটার দিয়ে তোমার লাভ কি? কি করবে?" এই হলো আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষিত অভিভাবকদের অবস্থা। আর আমার বাবাকে বললে বলেন, "কমপিউটার কত বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যবহার করেন তুমি তার কি বুঝ বা জান? কমপিউটার বিষয়ে ডিগ্রী নাও, তারপর দেখা যাবে।" কিন্তু উন্নত দেশের শিশুরা ও এখন নিজেদের প্রয়োজনে কমপিউটার ব্যবহার করছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ৪৫-৫০ হাজার টাকার মধ্যে ভাল কমপিউটার পাওয়া যায়। কিন্তু এই পরিমাণ টাকা খরচ অভিভাবকগণ করতে চান না। যদিও অনেকের সামর্থ রয়েছে। অথচ তারা নিজেদের দেশ, সমাজ এমনকি পরিবারকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত না করে অন্য কাজে ব্যবহার করছেন।

উন্নত বিশ্বে যেখানে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা উন্নত মানের কমপিউটার প্রোগ্রামার সেখানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে ডায়েরী নিয়ে বিভিন্ন কমপিউটার সেন্টারে যান 'ওয়ার্ড পারফেক্ট' শিখতে। এটা খুবই লজ্জার কথা। কিন্তু আমাদেরকেও এতে হবে। আমরাই দেশের ভবিষ্যত। কোন বাসায় যদি একটি কমপিউটার থাকে তাহলে কয়েক মাসের মধ্যে সে বাড়ীর সবাই এমনকি কাজের মেয়েটি পর্যন্ত মোটামুটি পারদর্শী হতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার এই চিঠির মাধ্যমে আমি শুধু সেই সব অভিভাবকদের প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা জানাচ্ছি যাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কমপিউটার কিনতে আগ্রহী নন। কারণ আমি জানি আমাদের দেশের বহু ব্যক্তির আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাদের সামর্থ নেই। তাই বলে যাদের সামর্থ আছে, তারা কি অন্যদের সাথে নিয়ে সবাই একত্রে দেশের প্রতিকুল অবস্থা ও নানান বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে উন্নত প্রযুক্তির ভুবনে বিচরণ করতে পারবো না? নাকি চিরকাল সবাই পেছনে থেকেই বারবার মুগ্ধ হবো?

জামিল আহমেদ
পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা।

দেশে কমপিউটারায়নে বাধা কোথায়?

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারী ও জ্ঞানী মহলের আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় কমপিউটারায়ন। কিন্তু এর অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করছে এই মহলেরই অপর অংশ। তবে এ বিষয়ের উপর পত্র পত্রিকায় তেমন কোন লেখা হয়নি। এর কারণ হয়তো কেউই সমস্যার সমাধানে তেমন আগ্রহী নন। এতে হয়তো কোন কোন মহল লাভবানও হচ্ছেন। যারা বিদেশ থেকে আমদানী করা কমপিউটার ছাড়ানোর জন্য দু/এক বার এয়ারপোর্ট, সিপোর্ট, বা আইসিডিতে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই একটি অস্ত্র প্রত্যক্ষ করেছেন যার নাম 'সংকলন'। এটা বেশ পুরোনো বাধাই করা একটি পুস্তক যা ব্যবহৃত হচ্ছে কমপিউটার আমদানীকারকদের মারণাস্ত্র হিসেবে এবং শুল্ক কর্মকর্তাদের ঢাল হিসেবে।

বিশ্ব বাজারে যখন কমপিউটারের মূল্য দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে তখন আমাদের দেশের শুল্ক বিভাগ ১৯৮৯ সালের শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী প্রস্তুত সংকলনের মূল্যে মূল্যায়িত করছে এই ১৯৯৫ সালে।

এখন তারা সি এন্ড এফ এজেন্টদের এবং আমদানীকারকদের প্রশ্ন করছেন অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন কমপিউটারের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়?

বিগত বছরগুলোর বাজেট বিবরণীর কোথাও কমপিউটারের কোন ট্যারিফ মূল্যের উল্লেখ না থাকলেও শুল্কায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শই ট্যারিফের অনুরূপ পদ্ধতিতে শুল্কায়ন করা হচ্ছে, ফলে আমাদের দেশের ব্যবহারকারীরা বিশ্ববাজারের মূল্য হ্রাসের সুবিধার কোন স্বাদই ভোগ করতে পারছেন না।

এর পরে আসুন আমদানীকৃত মালামালের হ্যান্ডলিংয়ের বিষয়ে। এদেশে হার্ডডিস্ক ড্রাইভে ব্যাড সেকটরের ছড়াছড়ি। এটা কার্গো গোডাউনে কমপিউটার দ্রব্য সামগ্রীর মিসহ্যান্ডেলিংয়ের কারণে। যদিও কমপিউটার বা এ ধরনের প্রতিটি কার্টুনে 'Handle with care' এই শব্দগুলি দৃষ্টি আকর্ষক হরফে লেখা থাকে। হয়তো কর্গোর কর্মচারী বৃন্দ এই বিষয়টাকে কেয়ার করেন না। এর পরে যখন দ্রব্য সামগ্রী পরীক্ষা করা হয় তখন এই ধরনের সুক্ষ দ্রব্যসামগ্রীকে পরীক্ষা করা হয় অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর অনুরূপ পদ্ধতিতেই। যার প্রেক্ষিতে মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষতিকে সম্পূর্ণভাবেই বহন করতে হচ্ছে আমদানীকারকদের তথা ক্রেতাদের। কারণ এই দ্রব্যগুলো যদি পরিবর্তনের জন্য দেশের বাইরে নিতে হয় সে সময় প্রথমত রপ্তানীকারকদের নিকট জবাব দিহি করতে হয়, কারণ ওয়ারেন্টি দেওয়া হয় এটির প্রস্তুত করার সময়। মিস হ্যান্ডেলিংয়ের কারণে নষ্ট হওয়ার জন্য নয়। তার পর যদিও বা কিছু পরিবর্তন করা হয় তখন তার উপর আবার শুল্ক প্রদান করতে হয় যার প্রেক্ষিতে বেড়ে যায় মূল্য।

বাংলাদেশের কমপিউটার বাজারে বিচরণ করছে কিছু 'ব্যাগেজ পার্টি'। যাদের মারফতে বাজারে আসছে বিনা শুল্কে হার্ডডিস্ক, র‍্যাম, প্রসেসর, প্রিন্টার হেডের মত আকারে ছোট কিন্তু মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী। এদের নিম্নমানের পণ্যের সাথে মূল্য প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হচ্ছে ব্যবসায়ী মহল।

প্রতি বছর বাজেটের আগে পত্র পত্রিকাতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ থাকে সর্বস্তরে ব্যাপক আকারে কমপিউটারের প্রচলন করতে কমপিউটারের মত দ্রব্য সামগ্রীর উপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে নেওয়ার আর স্বল্প আয়ের ও সঞ্চয়ের দেশবাসী আশাতে বুক বাঁধতে থাকে জুলাই আগষ্টে কমদামে কমপিউটার কেনার জন্য। এর পরে জুনেই আশা ভঙ্গের রাশি ফল লিখিত হয় সমস্ত রাশির বাংলাদেশী জাতকের। এই আমাদের ভাগ্য!

পীযুষ কান্তি রায়
আহম্মদবাগ, ঢাকা।

your most dependable LOGO

massive COMPUTERS Dial 862856

85/1 New Elephant Road, Zinnat Mansion, 1st floor, Dhaka 1205

massive PROFESSIONAL PC COMPUTERS

we deserve your desire...